পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৮১ বাংলা : ১৫ই মার্চ, ১৯৭৫ ইং : ১লা রবিঃ আউঃ ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

'সালানা জলসা সংখ্যা'

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
২১ শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ বাংলাদেশের জামাতে আহমদীয়ার ৫২তম সালানা জলসার উদ্দেশ্যে পয়গাম	হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদঃ মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া	১
০ বয়াত গ্রহণের দশ শর্ত	হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)	৪
০ আনসারুল্লাহ্, খোদ্দাম ও আতফালের আহাদনামা		৫
০ হাদিস শরীফঃ রসুল প্রেম-নেক সংসর্গ-মধ্যম পন্থা	অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
০ অমৃতবাণীঃ আমলে সালেহ ব্যতিবেকে বয়াত অর্থহীন—পবিত্র জীবন লাভের উপায়	অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯
০ মোমেনগণের শান, ঈমান, ধৈর্য এবং বীরত্বের অপূর্ব কাহিনী	সুবেদার আবদুল গফুর, (টোপী, সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান) অনুবাদঃ মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া	১০
০ সংসাদঃ ০ পাকিস্তানে দাঙ্গালীন ছয় সপ্তাহে সাড়ে চারহাজার বয়াত গ্রহণ ০ কাশ্মীর এসেম্বলীর স্পীকারের কাদিয়ান যেয়ারত	সংগ্রহঃ আহমদ সাদেক আহমুদ	২০
০ একটি ভবিষ্যদ্বাণী	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)	২১
০ হিমালেয় কি এবারে সরব হয়ে উঠেছে?	সাপ্তাহিক 'দেশ' হইতে উদ্ধৃতি	২২
০ খুলনা বিভাগীয় খোদ্দামের বার্ষিক এজতেমা	সংবাদ দাতাঃ মোঃ আবু কাওসর	২৪
০ চট্টগ্রাম লাজনা এমাউল্লাহর বার্ষিক এজতেমা	সংবাদ দাতাঃ মিসেস আমাতুল কাইয়ুম	২৪
০ বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়ার ৫২ তম সালানা জলসার অনুষ্ঠান সূচী		২৫
০ শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্মসূচী		২৮

বাংলাদেশের জামাতে আহ্‌মদীয়ার

৫২তম সালানা জলসা উপলক্ষে প্রেরিত হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর

পবিত্র পয়গাম

- বয়াতের আহাদকে কায়েম রাখুন
- সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান কুরআন করীমে নিহিত
- কুরআনের সহিহ্ তফসীরে ভরপুর মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করুন

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھو الناصر

প্রিয় ভ্রাতাগণ,

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ইহা অবগত হইয়া আমি পরম প্রীত হইলাম যে, আপনারা ওখানে এখন তিন দিনের জন্য খোদা ও তাঁহার রসুলের কথা শুনিবার এবং দোওয়া ও নফল এবাদতে নিমগ্ন থাকিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। আল্লাহতা'য়ালা আপনাদিগকে ইহার তৌফিক দিন। আপনাদের এখলাসে বরকত দিন এবং আপনাদের দোওয়া সমূহকে কবুলিয়তের মর্যাদায় ভূষিত করুন।

আমাদের কর্তব্য আল্লাহতায়ালার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞপন করা, যিনি প্রতিশ্রুত মাহদী আলায়হেস সালামকে চিনিবার তৌফিক আমাদিগকে দান করিয়াছেন, যাঁহার মাধ্যমে বর্তমান যুগে আমরা খোদাতায়ালার মা'রেফাত লাভ করিয়াছি, আমাদের হৃদয়ে

তাঁহার ভালবাসা জন্মিয়াছে এবং আমরা তাঁহার নৈকট্য লাভ করিয়াছি। জগত এই সম্পদ হইতে বঞ্চিত। ইহা খোদাতায়ালার এহ্সান আমাদের উপর। ইহার জন্য আল্লাহ্তায়ালার সমীপে যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হউক উহা নগন্য। এই নে'মতের কদর করুন এবং দোওয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এবং আমাদিগের বংশধরগণকে চিরকাল এই নে'মতে ভূষিত রাখেন, আমীন।

রুহানী জামাতের উপর পরীক্ষা এবং বিপদাবলী আসিয়াই থাকে। পরীক্ষা এবং বিপদ সমূহ মোমেনের ঈমানকে অধিকতর পরিপক্ক এবং মজবুত করে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "খোদা অমূল্য সম্পদ। তাঁহাকে লাভ করিতে বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও।" আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হইবার সময় আপনি এই আহ্দ (প্রতিজ্ঞা) করিয়াছিলেন যে, আপনি সদা দীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিবেন। এই আহ্দকে সদা স্মরণ রাখুন। কখনও আহ্দ ভঙ্গের কাজ করিবেন না। খোদার ওফাদার বান্দা হইয়া থাকিবেন। তাঁহার সহিত কখনও বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবেন না। কারণ তিনি আজ পর্যন্ত কখনও আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন :

"যে আহ্দ তোমরা বয়াতের সময় করিয়াছ, উহাতে কায়েম থাক।"

(মলফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, ৭৬ পৃঃ)।

হুজুর আলায়হেস্ সালাম আরও বলিয়াছেন :

"যে ব্যক্তি তাহার বয়াত এবং আল্লাহ্তায়ালার সহিত কৃত আহ্দকে দুনিয়ার জন্য ভাঙ্গিতেছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভয়ে এইরূপ কার্যে রত হইয়াছে, সে যেন স্মরণ রাখে যে, মৃত্যুর সময়ে কোন হাকেম বা বাদশাহ তাহাকে ছাড়াইতে পারিবে না। হাকেম সমূহের হাকেমের নিকট তাহাকে যাইতে হইবে, যিনি তাহাকে প্রশ্ন করিবেন, তুমি কেন আমার মর্যাদা রাখ নাই?" (মলফুযাত, সপ্তম খণ্ড, ২৯ পৃঃ)।

দ্বিতীয় কথা, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন করীম কেয়ামত পর্যন্ত

সকল সমস্যার সমাধান করে এবং প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাবলী কুরআন করীমের সহিহ্ তফসীরে ভরপূর। সুতরাং খোদার মা'রেফাত, তাঁহার নূর এবং জ্ঞান লাভ করিতে এবং উদ্ভূত সমস্যাবলী ও সংকট সমূহের সমাধান কল্পে কুরআন করীমের তেলাওতের সহিত, রুহানী সম্পদে পূর্ণ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী গবেষণা সহকারে বার বার পড়িতে থাকা উচিৎ। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন :

"যে ব্যক্তি আমার পুস্তকাবলী কম পক্ষে তিনবার না পড়ে, তাহার মধ্যে এক প্রকার অহঙ্কার পাওয়া যায়।" (সীরতে মাহদী, সপ্তম খণ্ড)।

হুজুর (আঃ) আরও বলিয়াছেন :

"যে ব্যক্তি খোদার মামুর এবং প্রেরিত পুরুষের বাণী সমূহকে মনোযোগ দিয়া শুনে না, তাঁহাদের লিখা সমূহকে মনোযোগ দিয়া পাঠ করে না, তাহার মধ্যেও অহঙ্কারের একাংশ রহিয়াছে। সুতরাং চেষ্টা কর যেন, তোমার মধ্যে অহঙ্কারের লেশ মাত্র বাকী না থাকে, যাহাতে তুমি ধ্বংস হইতে রক্ষা পাও এবং সপরিবারে নাজাত লাভ কর।'

(নযুলে মসীহ, পৃঃ ২৫)।

আল্লাহ্তায়ালা প্রতি মুহূর্ত্তে আপনাদের পথ প্রদর্শন করুন, আপনাদের হাফেয ও নাসের হউন এবং আপনাদের সঙ্গী হউন। আমীন।

মির্যা নাসের আহমদ,
খলিফাতুল মসীহ সালেস
২৭/১/৫৪ হঃ শঃ
৭৫ খৃঃ আঃ

অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্টকান জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত; বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

ان العهد كان مسئولا (القرآن)

নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (আলকুরআন)

আনসারুল্লাহর আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

ম্যাঁয় একরার করতাহুঁ কেহ, ইসলাম আওর আহমদীয়াত কি মজবুতি আওর ইশয়াত আওর নেজামে খেলাফত কি হেফাজত কে লিয়ে ইনশাআল্লাহতায়ালা আখের দমতক জিদ্দো-জেহদ করতা রাহুঁঙ্গা আওর ইসকে লিয়ে বড়ি সে বড়ি কুরবানী পেশ করনে কে লিয়ে হামেশা তৈয়ার রাহুঙ্গা। নীয ম্যাঁয় আপনি আউলাদকোভি হামেশা খেলাফত সে ওয়াবাস্তা রাহ্‌নে কি তালকীন করতা রাহুঙ্গা। (ইনশাআল্লাহ-তায়ালা)

খোদ্দামের আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদন আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

ম্যাঁয় একরার কার্তাহুঁ কে দ্বীনী, কওমী আওর মিল্লী মাফাদ কি খাতের ম্যাঁয় আপনি জান, মাল, ওয়াক্‌ত আওর ইজ্জৎ কো কুরবান কারনেকে লীয়ে হরদম তৈয়ার রহুঙ্গা। ইসি তারাহ্‌ খেলাফতে আহমদীয়াকে কায়েম রাখনে কি খাতের হার কোর্বানীকে লীয়ে তাইয়ার রহুঙ্গা আওর খলিফায়ে ওয়াক্ত জো ভী মা'রুফ ফয়সালা ফরমায়েঙ্গে উসকী পাবন্দী করনি জরুরী সমঝুঙ্গা। (ইনশাআল্লাহতায়ালা)।

আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি আল্লাহ্‌ যে, ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি একক, তাঁহার কোনো অংশীদার নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার দাস এবং রসুল।

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ইসলাম এবং আহমদীয়তের মজবুতি ও প্রচার এবং খিলাফতের নিযামের সংরক্ষনের জন্য ইনশা-আল্লাহ্‌ তায়ালা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব। ইহার জন্য যত বড় কুরবানীরই প্রয়োজন হউক না কেন উহার জন্য সদা প্রস্তুত থাকিব। তেমনি ভাবে, খিলাফতের সহিত সংযুক্ত থাকিবার জন্য নিজ সন্তান-সন্ততি দিগকে উপদেশ দিতে থাকিব।

আহাদনামা

কলেমা শাহাদত পাঠের পর—

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ধর্মীয়, জাতীয় এবং সামাজিক স্বার্থ রক্ষার্থে আমি আমার জীবন, সম্পদ, সময় এবং ইজ্জত উৎসর্গ করিবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকিব। তেমনি ভাবে আহমদীয়া খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবায় জন্য সর্ব প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকিব এবং যুগ খলিফা যে মা'রূফ মীমাংশা প্রদান করিবেন তাহা আবশ্য পালনীয় মনে করিব। (ইনশা আল্লাহ তায়ালা)

আতফালের আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারীকালাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

ম্যাঁয় ওয়াদা করতাহুঁ কে দ্বীনে ইসলাম, আওর আহমদীয়াত, কওম আওর ওয়াতান কি খেদমত কে লিয়ে হরদম তাই য়ার রাহুঙ্গা। হামেশা সাচ বলুঙ্গা আওর খলিফাতুল মসীহকে তামাম হুকমোঁ পর আমল করনে কি কোশেশ করুঙ্গা। (ইনশাআল্লাহ -তায়ালা)।

কলেমা শাহাদাত পাঠের পর—

আমি ওয়াদা করিতেছি যে, ইসলাম ধর্ম, আহমদীয়ত, জাতি এবং মাতৃভূমির সেবা করিবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকিব। সর্বদা সত্য কথা বলিব এবং খলিফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর সকল আদেশ প্রতিপালন করিতে তৎপর থাকিব। (ইনশা আল্লাহ তায়ালা)

আধুনিক ও উৎকৃষ্টমানের বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

ন্যাশনাল কেবল ইণ্ডাষ্ট্রিস

২৪, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম

দ্রুত ও নিরাপদে বিদেশ হইতে স্থল, জল ও আকাশ পথে আমদানীকৃত মাল খালাশ ও পরিবহনের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

আহমদ শীপার্স এণ্ড ট্রেডার্স

৮, কাতালগঞ্জ রোড

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৫৪২৮

হাদিস শরীফ

রসুল প্রেম— নেক সংসর্গ—মধ্যম পন্থা

১। "আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিবে, তাহারা আমার পরে এক সম্প্রদায় হইবে, যাহাদের প্রত্যেকেই নিজ পরিজন ও সম্পত্তির বিনিময়ে আমার দর্শন কামনা করিবে।" (মুসলিম)

২। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন যে, "দ্বীন সহজ সাধ্য কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বীনের উপর নিজের জোর খাটাইতে চায় এবং উহার উপর প্রবল হইতে চায়, সে তাহার এই চেষ্টায় কখনও সফল হইতে পারিবে না। সুতরাং মধ্যম পন্থা অবলম্বী হও। সহজের নিকটে নিকটে থাক। মানুষকে সুখবর শুনাও। সকাল, সন্ধ্যায় এবং রাতের কিছু অংশে (নওয়াফেলের মাধ্যমে) আল্লাহতায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।"
(বুখারী কিতাবুল ঈমান),

৩। হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) এর কাতেবে-ওহী" হযরত হানযালা বিন রাবী (রাঃ) যিনিবর্ণনা করেন যে, "একবার হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়! তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে হানযালা, আপনি কেমন আছেন? আমি জবাবে বলিলাম যে, হানযালা তো মোনাফেক হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ্, ইহা আপনি কি বলিতেছেন?! লানযালা (রাঃ) বলিলেন যে, আমরা যতক্ষন হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর দরবারে হাজির থাকি এবং তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার উপদেশ বাণী শুনি ততক্ষনই এমন অনুভব করি যেন জান্নাত ও দোজখ আমাদের সামনেই রহিয়াছে। কিন্তু যখন আমরা তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া আমাদের বিবি, বাচ্চা এবং সংসারের কার্যে নিমগ্ন হই তখন তাঁহার অনেক পবিত্র কথা ভুলিয়া যাই। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন যে, খোদার কসম, আমারও সেই একই অবস্থা। হযরত হানযালা বলেন যে, আমরা আমাদের উক্ত কথোপ-কথনের পর উভয়ই হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হই এবং আমি (হানযালা) আমাদের উক্ত অবস্থার কথা ব্যক্ত করি। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, "সেই আল্লাহ্র কসম, যাঁহার

মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি তোমরা সর্বদা সেই অবস্থাতেই থাক, যাহা আমার নিকট উপস্থিত থাকা কালে হইয়া থাকে তাহা হইলে তো ফেরেশতাগণ তোমাদের সহিত করমর্দন করিতে থাকিবে, তোমাদের বিছানাতে শয়ন কালেও এবং তোমাদের পথে-ঘাটে চালাকালেও। কিন্তু হে হানযালা, বিভিন্ন অবস্থা মানুষের উপর আসে এক সময় হয় আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরের, নেক ভাব-ধারার এবং আর এক সময় অবকাশের আসে। (সকল মুহূর্ত সমস্তরের হয় না)। এই কথা গুলি হুজুর কয়েক বার পুনর্বিবৃত্তি করিলেন। (অর্থাৎ উভয় অবস্থাই মানুষের প্রয়োজন এবং উক্ত তারতম্যে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়)।

(মুসলিম, কিতাবুত তৌবা)

(হাদিকাতুস সালেহীন পুস্তক হইতে সংকলিত ও অনুদিত)—আহমদ সাদেক মাহমুদ

প্রকৃত পবিত্র জীবন লাভের উপায়

"প্রকৃত পবিত্রতা মানুষ তখনই লাভ করে যখন কলুষযুক্ত জীবন হইতে তৌবা (অনুতাপ) করিয়া একটি পবিত্র জীবন লাভের জন্য তাহার আগ্রহ জন্মায় এবং উহা পাওয়ার জন্য তিনটি জিনিষ আবশ্যকীয়। প্রথমতঃ তদবীর ও সাধনা, যাহাতে মানুষ যেন তাহার কলুষযুক্ত জীবন হইতে বাহির হইয়া আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ দোয়া, যেন সব সময় আল্লাহ্তায়ালার দরবারে ক্রন্দনরত থাকে, যাহাতে তিনি তাহাকে আবিলতাপূর্ণ জীবন হইতে নিজ হস্তে বাহির করেন।..... তৃতীয়তঃ কামেল ও পূর্ণ মানব এবং নেক ব্যক্তিদের সংসর্গ ও সাহচর্য, কেননা একটি প্রদীপের সাহায্যেই অন্যটি প্রজ্জলিত হয়। মোট কথা, গুনাহ্ হইতে নাজাত লাভ করার এই তিনটিই উপায়, যাহাদের সমন্বয়ে অবশেষে ফজল (—আল্লাহ্র বিশেষ কৃপা) মানুষের জীবন পথে সহায়ক হয়।"

(লেকচার সিয়ালকোট)

অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আমলে সালেহ্ ব্যতিরেকে বয়াত অর্থহীন

"মানুষের বয়াত গ্রহণ করার পর শুধু এতটুকুই মানিয়া লইলে চলিবে না যে এই (আহমদীয়া) সিলসিলা সত্য, এবং শুধু মানিলেই তাহার বরকত হাসিল হয় না..... । কেবল স্বীকার করিলেই আল্লাহতায়ালা সন্তুষ্ট হন না, যতক্ষন পর্যন্ত না নেক আমলও সাধিত হয়। যখন এই সিলসিলায় দাখিল হইয়াছ, তখন মুত্তাকী হওয়ার চেষ্টা কর, প্রত্যেক পাপ হইতে নিজেকে দূরে রাখ, এই সময় দোয়ার মধ্যে অতিবাহিত কর, দিবারাত্র আল্লাহ্র নিকট আহজারীতে নিয়োজিত থাক।..... দোওয়া, আহোজারী এবং সদকা-খয়রাত কর। নম্রভাষী হও। এস্তেগফারকে নিজ সারথী কর। নামাযের মধ্যে সর্বদা দোয়া কর।

শুধু সত্য মানিলেই মানুষের উপকার হয় না। মানিয়া যদি মানুষ উহাকে অবজ্ঞা করে এবং পিছনে ফেলাইয়া রাখে তাহা হইলে তাহার কোনই উপকার হয় না। এমতাবস্থায় যদি কেহ আপত্তি করে যে, বয়াত করিয়া ফায়দা হয় নাই, তাহা হইলে উহা নিতান্ত অযৌক্তিক। খোদা তায়ালা শুধু কথা দ্বারা সন্তুষ্ট হন না।

কুরআন শরীফে ঈমানের সহিত আমলে সালেহ্-কেও রাখা হইয়াছে। আমলে সালেহ্ উহাকে বলে যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও ফাসাদ বা খারাপী না থাকে। মনে রাখিবে যে, মানুষের আমলের উপর সর্বদা চোরের উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। তাহা কি? তাহা হইল রেয়াকারী" (যখন মানুষ লোক দেখানোর জন্য কোন আমল করে); আত্মম্ভরিতা, (যেমন সে কোন আমল সম্পাদনের পর মনে মনে গর্ভ বোধ করে) এবং আরো বিভিন্ন প্রকারের দুষ্কর্ম ও পাপ যাহা তাহার দ্বারা সংঘটিত হয়, উহা তাহার আমল সমূহকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। আমলে সালেহ্ সেই আমল যাহার মধ্যে জুলুম, আত্মম্ভরিতা, লোক দেখানোর মনোভাব, অহংকার এবং মানবীয় অধীকার খর্ব বা নস্যাৎ করার ধ্যান-ধারনার লেশ মাত্রও থাকে না।

(বদর, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯০২)

অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ

মোমেনগণের শান, ঈমান, ধৈর্য এবং বীরত্বের অপূর্ব কাহিনী

[টোপীর (সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান) সুবেদার আব্দুল গফুর সাহেব লিখিত বৃত্তান্ত]

পুষ্পিত বাগান সাজানোয় আমারও রুধির শামিল রহিয়াছে

আমি কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত নহি এবং আমার লেখাপড়াও বেশী নহে। কিন্তু আপনার আদেশ অবহেলা করিতেও পারি না। যদিও যখম এখনও তাজা এবং ইহাকে ঘাঁটায় ফায়দা নাই, তবুও কথায় কথায় মনোযোগ দিতেও হয়। সীমান্ত প্রদেশে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে খতমে নবুওতের আন্দোলনের গোড়ার দিকে কিছু বিরোধী দল এবং হিংস্র মেজাজ বিশিষ্ট মৌলবীর দল ছিল। কিন্তু কিছু সময় পরে সরকারের দলও জনগণকে দেওয়া তাহাদের অপূর্ণ ওয়াদা সকলের লজ্জা ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদিগের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইতে, ঐ আন্দোলনে ভিড়িয়া গেল। ফলে যখন এই আন্দোলন অগ্নিমূর্তি ধারণ করিল, তখন পুলিশ এবং আপরাপর সরকারী কর্মচারীগণ হৃদয়হীনতার সহিত অগ্নি সংযোগ এবং খুনের এই হোলী খেলায় দর্শক সাজিয়া রহিয়া গেল। এ কথা সত্য যে সকল সরকারী কর্মচারী এক প্রকারের ছিল না। কেহ কেহ এই রক্ত রঞ্জিত দৃশ্যকে অশ্রুসজল দৃষ্টিতে দেখিয়াছে এবং এরূপ মর্মস্পর্শি মন্তব্য করিয়াছে, যাহা সময় ও সুযোগ আসিলে সাধারণের দৃষ্টিপথে আসিবে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, কি সরকারী এবং কি বিরোধী দলীয় সংবাদ পত্র, সকলেই এই ষড়যন্ত্রে সমান ভাবে অংশীদার ছিল। বোধ হয় ইহা এই জন্য হইয়াছিল যে, বাহাত্তর ফেরকার সকলকে একজোট ও একত্রিত করিয়া আল্লাহ্ তায়ালা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করিয়া দিতে চাহিলেন যে, অদ্বিতীয় খোদার মনোনীত তিয়াত্তরতম ফেরকা কোনটি। এতদ্বারা তিনি দুনিয়াকে দেখাইতে চাহিলেন যে, আহারা নিজেদের রবের দীন, তাঁহার সন্তোষ ও পবিত্রতা প্রকাশের জন্য কিভাবে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে। উপর্যুপরি কয়েক মাস পর্যন্ত এই সকল সংবাদপত্র এবং জাতীয় পত্র পত্রিকা সমূহ কেবলই মিথ্যা অপবাদ এবং উস্কানী-মূলক কথা ছাপিতে ও ছড়াইতে লাগিল। পহেলা জুন হইতেই আহমদীগণের ঘর চিহ্নিত হইতে লাগিল। এমন কি কোনো কোনো অফিসারও তাহাদিগের অধীনস্থ আহমদী কর্মচারীগণের ঘর চিহ্নিত করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে মিথ্যা আশ্বাসও দিতে লাগিল যে, চিন্তা করিও না। যখন তাহারা এই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইয়া গেল, তখনই "ঘেরাও, জ্বালাও"

মিসিল আসিয়া গেল এবং তাহাদিগের ঘরের সকল আসবাব বাহির করিয়া উহাতে অগ্নি-সংযোগ করা হইতে লাগিল। নিকটেই ধোকাবাজ অফিসারগণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে এবং মুচকী হাঁসি হাঁসিয়া উপভোগ করিতে লাগিল। যিনি বেশী কিছু করিলেন, তিনি বলিলেন, মুসলমান হইয়া যাও, সব কিছু বাঁচিয়া যাইবে—অর্থাৎ নিরীহ-ভাল মানুষ উৎপীড়নকারী মুসলমান বনিয়া যাও। একজন অফিসার তাহার অধীনস্থ আহমদী-গণকে এমন পর্যন্ত বলিয়াছিল যে, দুস্কৃতি-কারীগণ আমার লাশ ডিঙ্গাইয়া পার হইবার পর তোমাদিগের নিকট পেঁাছিবে। অথচ সেই দিন রাত্রেই, সেই কলেজের ছাত্রগণ সেই অধীনস্থ আহমদীগণের গৃহ (সরকারী কোয়ার্টার) হইতে আসবাব পত্র টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। পুলিশ কেবল এতটুকু নেগরানী করিতেছিল যে, গভর্নমেন্ট কোয়ার্টা-রের যেন কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু অপূর্ব কথা এই যে, এই সকল মর্মান্তিক ঘটনার বিষয় কোন সংবাদ পত্রে একটি ছত্রও লেখা হয় নাই। কিন্তু ইহা সত্বেও এই সকল ঘটনার কথা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে এবং সেখান হইতে আগে আরও আগে গ্রামান্তরে ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া গেল এবং প্রচার হইয়া গেল যে, আহদীগণকে লুটিবার, জালাইবার এবং মারিবার কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে এবং পুলিশগণ দুস্কৃতিকারীগণকে সাহায্য করিতেছে এবং মেজিষ্ট্রেট সাহেবান এই রক্ত হোলীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। বরং পাইকারী দরে কতলের এই প্রোগ্রাম সাধারণ জলসাতেও খোলাখুলিভাবে আলোচিত হইতে লাগিল।

টোপীর উপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র

১৯৭৪ সালের ৩রা জুন তারিখে সংবাদ আসিল যে টোপীর উপর এক গুরুতর আক্রমণ হইবে এবং ইহার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রস্তুতি জোরদার ভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে এই আক্রমণের জন্য ৬ই জুন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আমাকে এই সংবাদ এসিষ্টেন্ট সাব ইনস্পেকটার দিয়াছিল। আমি তখন সাহেবজাদা আবদুল হামিদের ঘরে উপস্থিত ছিলাম। আমাকেও জানাইল যে (টোপী হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী) খুশহাল আবাদ দাখলী মৌজা মীনীর উপরও আক্রমণ হইবে। এখানে আমার পিতা সুবেদার খুশহাল খানকেও ১৯৪৭ সালে আহমদীয়তের জন্য শহীদ করা হইয়াছিল। আমরা চারি ভ্রাতা এবং আরও কতক আত্মীয় মিলিয়া বসবাস করিয়া এখানকার নাম খুশহাল আবাদ রাখিয়াছি। সংবাদদাতা এ, এস, আই ইহাও জানাইল যে সে, এস. পি. এবং ডি. এস. পি, সাহেবকেও এ সংবাদ জানা-ইয়াছে এবং চিন্তার কোন কারণ নাই। তবুও সাহেবজাদা সাহেব নিজ পক্ষ হইতে

ডি. সি. ডি. ডি এস. পি. এবং এ, সি কে এই সংবাদ জানাইলেন। তাঁহারাও উত্তরে সর্ব প্রকার নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন এবং ঐ দিনই বর্ডার পুলিশের এক সেকসনকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বাকী পুলিশ টৌপীতে সাহেবজাদা সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ৬ই জুনের সভা মোল্লাদের ধারণায় অকৃতকার্য হইয়া গেল। স্থানীয় লোকগণ কোন প্রকার লুটমার করিতে স্বীকার করিল না। নূতন করিয়া সভার জন্য ৯ই জুন ধার্য হইল। ইহাতে ১৪টি গ্রামের অস্ত্র সজ্জিত গুণ্ডাদের একত্রিত করা হইল এবং বাহির হইতে কলেজের ছাত্রগণকে আনা হইল। সকাল হইতেই তাহারা পথে পথে বীর দর্পে চক্র দিতে লাগিল। আমাদিগকে গভর্ণর, চীফ সেক্রেটারী, ডি, সি, এ, সি, এবং এস, পি, সকলেই আমাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে, আমরা সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু এ সকলই মৌখিক কথা। দুষ্কৃতিকারীগণকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। হিংস্র প্রকৃতির মৌলবীগণ লাউড স্পীকার লইয়া "লুট কর", "হত্যা কর" এবং "অগ্নি সংযোগ কর" আদেশ খুলাখুলিভাবে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছিল। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষগণ "অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে" বলিয়া যে সংবাদ জানাইয়াছিল, উহাও ঘটনার সর্বৈব বিপরীত কথা ছিল। কারণ দুষ্কৃতিকারীগণ আমাদের চক্ষের সম্মুখে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ফিরিতেছিল। সাহেবজাদা সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সরকারী আশ্বাস সত্বেও স্ব স্ব স্থানে প্রস্তুত বসিয়াছিলাম। উস্কানীমূলক জলসার পর মিসিল বাহির হইল। অথচ সরকারের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছিল যে, কেবল জলসা হইবে। অতঃপর ঠিক ১০ই টার সময় টৌপীতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক গোলা গুলির আওয়াজ শোনা যাইতে লাগিল। এমন সময় টৌপীর এক সংবাদ দাতা জানাইল যে, কোঠ মৌজার কর্ণেল নওশাদের পুত্র জলসার মধ্যেই মিসিল বাহির করিবার আদেশ ঘোষণা করিয়াছে। ইহাও সে বলিয়াছে যে, আজ আমরা আহমদীগণকে অত্র এলাকা হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া নিঃশ্বাস লইব। এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা সাহেবজাদা সাহেবের ঘরের দিকে রওয়ানা হয়। আগে আগে পুলিশ এবং পশ্চাতে পশ্চাতে কলেজের ছাত্রগণ যাইতেছিল। কিছু পুলিশ সাহেবজাদা সাহেবের ঘর এবং মসজিদের নিকটেও খাড়া ছিল। তাহাদের তত্বাবধানে ছাত্রগণ ঘরের তালা ভঙ্গিয়া আসবাব পত্র লুটিয়া আনিয়া অগুন দিয়া পোড়াইতেছিল।

জানে মসাজিদও

যে সকল দোকানের মালিক জামাতে ইসলাম, জামইয়াতুল উলামা এবং ন্যাপের মেম্বার

ছিল, তাহাদের কেবল আসবাব লুটিয়া পোড়ান হইতেছিল। বাকীগণের লুটিয়া লইবার পর আগুন লাগান হইতেছিল। এই অগ্নি সংযোগ এবং হত্যাকাণ্ডের হোলির দৃশ্যের দর্শক পুলিশ, এ, সি এবং ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিল। দোকানগুলি জালাইবার পর জনতা টোপীর সেই প্রকাণ্ড জামে মসজিদের দিকে আসিল। এই মসজিদটি টোপীর সাহেবজাদা নওয়াব আব্দুল কাইউম খাঁ নির্মান করাইয়াছিলেন, যিনি পেশাওরের ইসলামী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইহাতে বহুকাল যাবৎ আহমদী এবং গয়ের আহমদীগণ পৃথক পৃথকভাবে বা-জামাত নামায পড়িয়া আসিতেছিল। তাহাদের সকলেরই কুরআন করীম, হাদীস এবং অপরাপর পুস্তকাদি মসজিদে রাখা ছিল। জনতা হুঙ্কার দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। সব কিছু পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কেবল একজন পুলিশ অফিসার নিজের পিস্তল হইতে একটি গুলি চালাইল। উহাতে এক ব্যক্তি আহত হইল। ইহার পর আর কোন লুটেরা বা গুণ্ডাকে বাধা দেওয়া হয় নাই। সংবাদদাতার মুখে তাহার নিজের দেখা ঘটনাবলী শুনিবার পর আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। আমাদের সকল সন্দেহ সত্য হইতেছিল। আমাদিগের নিকট যে পুলিশ ছিল, উহার ইনচার্জ টোপী গিয়াছিল। সে আসিয়া বলিল টোপীতে অনেক আহমদী মারা গিয়াছে। কিছু সুন্নি এবং পুলিশের লোকও মারা গিয়াছে। কিন্তু ইহা বলিয়াই আমাদিগকে আশ্বাস দিল যে, আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না। বর্ডার পুলিশ এবং সকল অফিসার পৌছিয়া গিয়াছে। অবস্থা এখন আয়ত্বে আছে। তাহার আশ্বাসবাণী শুনিয়া আমি আমার ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র সামলানো সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া গেলাম। টোপীর গৃহগুলী হইতে উত্থিত অগ্নি শিখা তখনো দেখা যাইতেছিল। গুলিগোলার শব্দও আমরা পাইতেছিলাম। টোপী হইতে যে কেহ আসিতেছিল, সেই বলিতেছিল যে সেখানকার সকল আহমদীকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহাদিগের গৃহসমূহকে জালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুলিশগণ বলিতেছিল, এসব বাজে কথা। পুলিশ বরাবর গুণ্ডাগণের সহিত লড়িতেছে।

টোপীর পরে

প্রায় ১২ই টার সময়ে আমাদিগের গ্রাম ও টোপীর মধ্যবর্তী কবরস্থানে লোকের ছোট ছোট দল দেখা যাইতে লাগিল। অতঃপর তাহাদিগের গতি দ্রুত হইল। ইহাতে আমাদিগের সন্ত্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পুলিশগণ বলিল, আমাদিগকে আহার করাও। তদনুযায়ী আমরা তাহাদের মেহমান নওয়াযী করিলাম। আহারের পর থানাদার সাহেব একজন হেড কনষ্টেবল সহ লোকের দলগুলির দিকে আগাইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া

সে বলিল, "দুষ্কৃতিকারীগণের শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে, আমরা এই জনতার মোকাবেলা করিতে পারিব না। আমাদের গুলি চালাইবারও আদেশ নাই। সুতারাং আমি আমার লোকজনকে লইয়া পিছাইয়া যাইতেছি। ইহা জানা কথা যে সাহবজাদা সাহেবের মোকাবেলায় আমরা গরীব মানুষ ছিলাম। যখন তাহার প্রতি কেহ সহানুভূতি করিল না, তখন আমাদিগের জন্য কাহার চক্ষুলজ্জা হইবে। চিন্তা করিলাম যদি তাহারা কোন লোভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে কি এবং কত দিতে পারি?

এখন মাত্র একটি দরবার (খোদাতায়ালার)-ই রহিয়া গিয়াছে, যাঁহার নিকট সাহায্য যাচঞা করিতে পারি। সুতরাং অমি তাহাদিগকে যাইবার অনুমতি দিলাম। ইহার পর আমি আমার ছেলে-মেয়েদেরকে একজন সৎ এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিবেশীর গৃহে পাঠাইয়া দিলাম। তখন আমার এ কথা জানা ছিল না যে, আমার মোকাবেলা কেবল কলেজের ছোকরাদের সঙ্গেই ছিল না বরং নামযাদা লুটেরা এবং ডাকাতগণের সঙ্গেও ছিল। আমি আমার একজন কর্মচারীকে টোপীর অবস্থা জানিবার জন্য পাঠাইয়া দিলাম। এবং আমি স্বয়ং মোরচায় বলিয়া গেলাম। আমার ঘরের অবস্থান এরূপ ছিল যে, পিচন হইতে আসিয়া ইহাকে ঘেরাও করা সম্ভব ছিল না। সেই জন্য আমি মানীতে আমার আত্মীয়গণকে সংবাদ দিলাম যে লুটেরারা আসিলে তাহারাও যেন আসিয়া পড়ে এবং আমার ঘর ঘেরাও কারী দুশমণ গণের চেষ্টাকে যেন ব্যর্থ করিয়া দেয়। প্রায় দেড় ঘটিকার সময় আমার এবং জনতার মধ্যে ৩/৪ শত গজের ব্যবধান থাকিয়া গেল। প্রায় ৪/৫ হাজার লোক প্রতি মূহূর্তে আমার নিকটতর হইতেছিল। আমি নীরবে তাহাদিগকে দেখিতেছিলাম। অবশেষে তাহারা ফায়ারিং শুরু করিয়া দিল। এখানেও আগে-আগে স্কুলে জলসা ছিল। জনতা শতকরা পঁচাত্তর জন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। আমি অনুভব করিলাম আমার নিকট গোলা-বারুদ কম আছে। আসলে পুলিশ আমাকে আগাগোড়া ধোকায় রাখিয়াছে। সরকারের পুলিশের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ছিল আমাদের হেফাজত করা। আমরা এ দেশের সম্ভ্রান্ত নাগরিক। আমরা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মাতৃভূমির মূল্যবান খেদমত করিয়াছি। আমার দুই ভাই কর্ণেল, দুই ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ণেল এবং দুই ভাই সুবেদার। আমি এ সব কথা পুলিশকে জানাইয়াছি। কিন্তু বিপদের মূহূর্তে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সরিয়া পড়িল। লুটেরাগণ অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িল। তাহারা ফায়ারিং করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। আমরা মাত্র ১০।১১ জন ছিলাম। ইহার মধ্যে আমরা ৪জন আহমদী ছিলাম এবং ৬।৭জন গয়ের আহমদী আত্মীয় ছিল। আমরা উত্তরে অত্যন্ত সাবধানতার

সহিত ফায়ার করিতেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল দুস্কৃতিকারীগণকে ঠেকাইয়া রাখা। আমরা আশা করিতেছিলান হয়ত শান্তি-রক্ষকগণের মনে সহসা আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইতে পারে। দেড় ঘণ্টা অবিরাম মোকা-বেলার পর আক্রমণকারীগণের অগ্রগতি রুখিয়া গেল। এমন কি তাহারা পিছনে হটিয়া পলাইতে লাগিল। কিন্তু মৌলবীগণ পুণঃরায় হুঙ্কার দিয়া উঠিল। তাহারা দুস্কৃতি-কারীগণকে গাজী এবং শহীদের মর্যাদা বুঝাইতে আরম্ভ করিল। ফলে প্রায় এক ঘণ্টা পরে পুনরায় জান্নাতের খরিদ্দারগণের এক দল আগে বাড়িল। ধীরে ধীরে অপরাপর দলও পানি পান করিয়া নূতন উদ্যমে আসিয়া মিলিত হইল। জনতা দ্বিগুণ হইয়া গেল। তখন বার বার আমার মনে হইতেছিল. "হে আল্লাহ! আমাদিগকে কোন অপরাধের সাজা দিতেছ। এই শান্তির কেল্লা (পাকিস্তান)-কে কি আমরা অগণিত কুরবানী দিয়া এই জন্যই বানাইয়াছিলাম যে, আমাদেরই লাশ ইহার গলি দিয়া ঘসটান যাইবে? ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও দৃঢ়তা বর্ধনে কি আমাদের রক্ত শামিল নাই? ইহাতে কি আমাদের কোন হক থাকিল না?" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে আমি নিজের মোরচাতেই সিজদায় পড়িয়া গেলাম। অতঃপর আমি কুরআনী দোওয়াগুলি উচ্চঃস্বরে পড়িতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী-গণও আমার সঙ্গে সঙ্গে দোওয়াগুলি উচ্চঃ-স্বরে পড়িয়া যাইতেছিল। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। আমরা প্রত্যেকটি গুলি সাবধান-তার সহিত এবং কলেমা তৈয়ব পড়িয়া চালাইতেছিলাম। জনতার যত্রতত্র কর্ণবিদারী ফায়ারিং এর আওয়াজ শুনা যাইতেছিল না। মৌলা অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের কাতর নিবেদন শুনিয়া লইলেন। আক্রমনকারীগণ পশ্চাদপ-সরণ করিতে আরম্ভ করিল। দুশমন পিছু হটিয়া যাইবার পর আমরাও পানি পান করি-বার ও আহতগণের যখমে পটি লাগাইবার অবসর পাইলাম। তখন ছত্রভঙ্গ জনতা এবং মৌলবীগণের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হইয়া গেল। মৌলবীগণ তাহাদিগকে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছিল এবং তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "তোমরা নিজেরা কেন এই নেয়ামত লাভ করিতে আগাইতেছ না?"

হঠাৎ উচ্চরব শুনা গেল যে, অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছে। সমস্ত জনতা আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, প্রায় চারিশত গজ পশ্চাতে এক তাজা লস্কর পুলি-শের সাহায্যে আমার মামাতো ভাইয়ের ঘরের নিকট পৌছিয়া গিয়াছে এবং পুলিশ পাহাড়ের উপর হইতে গুলি করিয়া তাহাদিগকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে বাধ্য করিয়াছে। তাহারা যখন বাহির হইয়া যায়, তখন পুলিশ কাপড় নাড়িয়া নাড়িয়া জানতাকে ডাকিয়া তাহাদের দ্বারা খালি ঘর গুলি লুট করাইয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়।

এই সব ঘটনা আমার ছেলেমেয়েরা আমাকে জানায়। তাহারা শাহ সাহেবের ঘর হইতে এ সকল কৃত্তিকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। আমি একজন লোককে টোপীতে শাহজাদা সাহেবের নিকট পাঠাইলাম, তাঁহাকে এই সকল ঘটনা এবং পুলিশের কৃত্তি কলাপ জানাইতে। কিন্তু তাহাকে তাঁহার নিকট পৌছিতে দেওয়া হয় নাই।

আক্রমণকারীগনের দুঃসাহস

প্রজ্জলিত আগুন দেখিয়া আক্রমণকারী-দের দুঃসাহস আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা আবার অবিরাম ফায়ারিং আরম্ভ করিয়া দিল। ইহা দেখিয়া সৈয়দ সাহেব মসজিদে পৌছিলেন এবং আযান দিতে লাগিলেন। তিনি থামিয়া থামিয়া বার বার এই কথা বলিতে লাগিলেন, "হে জনগণ! লজ্জা কর। ইহাই কি ইসলাম? রসুল (সাঃ) এর যুগে কি ইসলাম এইভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল? এ সব কি মুসলমানের কাজ, না ইসলামের দুশমনদের কাজ?" কিন্তু কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না এবং ফায়ারিং চলিতে লাগিল। হঠাৎ দুইটি গুলি ফয়েজ মহম্মদ খানের মস্তকে আসিয়া লাগিল এবং তিনি বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার মাথা হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আহতকে তৎক্ষানাৎ উপর তলায় পাঠান হইল। আহতকে ঐ অবস্থায় ছাড়িয়া আমার সঙ্গীগণ পুনঃরায় মোরচায় ফিরিয়া আসিল। ইহার পর একটি গুলি আমার বড় ছেলে এজাজ আহমদের বুকে আসিয়া লাগিল। আমি কিছু-ক্ষন অসহায় দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। অতঃপর কল্পনার মধ্যে আমার মন এবং রূহ স্বীয় রবের সমীপে সেজদায় পড়িয়া গেল। আমি বলিয়া উঠিলাম, "হে বিশ্বের মাবুদ। তুমি আমার অন্তরের প্রত্যেক গোপন কথা জান। তুমি জান যে, আমার অন্তরে তোমার রসুল (সাঃ)-এর প্রেম ছাড়া আর কিছুই বিরাজিত নহে। আমি তোমার প্রেরিত মসিহ মওউদ (আঃ)-কেও তোমার রসুল মকবুল (সাঃ)-এর আদেশ পালনে কবুল করিয়াছি। এখন আমার ঈমান এবং ঈমানের লাজ তোমারই হাতে অবস্থিত। এজাজ কিছুক্ষন ঘাবরাইয়া পরে নিজেকে সামলাইয়া লইল। বরং অল্প-ক্ষণ শুইয়া থাকার পর সে নিজ মোরচায় ফিরিয়া আসিল। তাহার বক্ষদেশ বাহিয়া রক্ত রীতিমত গড়াইয়া পড়িতেছিল। মামু-জানের ঘর পুড়িয়া যাইবার পর জনতা আমাদের ঘরকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিয়া-ছিল এবং প্রতি মূহূর্তে আবেষ্টন নিকটতর হইতেছিল। আমরা কুরআনী দোওয়াসমূহ উচ্চেঃস্বরে তেলাওতসহ যথাসাধ্য আক্রমণ কারীদের মোকাবেলা করিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময়ে পেশাওর হইতে একটি হেলি-কপ্টার আমাদিগের দিকে আসিতে দেখা গেল। উহা টোপীতে নামিল এবং কিছুক্ষন পর উড়িয়া চলিয়া গেল। আক্রমণকারীগণ

তখন এত নিকটে আসিয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের কথা-বার্তা শোনা যাইতেছিল। তাহারা আত্মসর্পনের নির্দেশ দিতে লাগিল। তাহারা এবার গ্রেনেড ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু গ্রেনেড পথে পড়িয়া ফাটিতেছিল। আমাদিগের নিকট উহার কেবল লহর পৌঁছিতেছিল। কিছু পরে তাহারা এত নিকটে আসিয়া পড়িল যে, আমরা তখন তাহাদিগের সকল প্রকার আক্রমণের আওতার মধ্যে আসিয়া গিয়াছিলাম। আমরা যখমী ফয়েজ মহম্মদ খানকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। আক্রমণকারীগণ এবার বড় বড় পাথর মারিয়া আমাদিগের ঘরের দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছিল। একটি দরজার উপর হইতে দুই ব্যক্তি লাফাইয়া ভিতরে নামিল। তাহার সহিত হতাহাতি করিতে গিয়া আমার এক ছেলের বন্দুকটি ভাঙ্গিয়া গেল এবং নযির মোহাম্মদ লালা শহীদ হইয়া গেল। তখন রাত্রি প্রায় ১৯/১২ টা। মুসলমানগণের কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধেও রাত্রি আরাম করিবার জন্য বিরতি হইত। কিন্তু এ কেমন যুদ্ধ যে রাত্রি ১১টার সময়েও চালু থাকে? এখন আর ফায়ারিং বন্ধ করিবার নামই ছিল না। আমরা স্থির করিলাম, এখন যে কোনভাবে হউক জনতার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। আমাদের মধ্যে দুইজন শহীদ হইয়াছিল। পরে জানিতে পারি যে আল্লাহতায়ালা ফয়েজ মহম্মদ খানকে জীবন ফিরাইয়া দিয়াছেন। আমাদের গোলাগুলি নিঃশেস হইয়া আসিয়াছিল। আমরা বাহিরে আসিবার জন্য যখন জনতাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম, তখন বুঝিলাম যে আমার ম্যাগাজিনে গুলি শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন কেহ বলিয়া উঠিল, "এ কে? ধর।" আমি তখন বলিতে লাগিলাম, "বাঙলোর পিছন দিয়া দুশমন আসিয়া পড়িয়াছে। পালাও! পালাও! হতভাগ্যগণ! পালাও!" কিন্তু আমার উপর ফায়ারিং আরম্ভ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে আওয়াজ আসিল, "পালাও! কাদীয়ানীদের ফৌজ আসিয়া পড়িয়াছে।" যাহাই হউক, আমি আগে বাড়িয়া যাইতেছিলাম এবং আমার পিছন হইতে এক ব্যক্তি "পালাও! কাদীয়ানীদের ফৌজ আসিয়া গিয়াছে" বলিয়া আগে বাড়িতেছিল। এই ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে আমার নিকটতর হইতেছিল। আমার ভয় হইতেছিল, সে আমাকে না গুলি করে। কারণ তখন আমার নিকট একটিও গুলি ছিল না। অবশেষে আমি পশ্চাত ফিরিয়া খালি বন্দুক দিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিলাম। উত্তর আসিল, "বাবা। আমি এজাজ আহমদ।" আমি তাহাকে সঙ্গীগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, তাহারা আটক পড়িয়াছে। এজাজ আহমদের হাতও গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিল। আমারও মাথা, বক্ষদেশ এবং স্কন্ধ যখম হইয়াছিল। তবুও আমি

তাহাকে দ্বিতীয় ম্যাগাজিন ভরিতে বলিলাম। সে বলিল যে, তাহার পিস্তলও খালি। আমি তখন তাহাকে বলিলাম সে যেন আমার মীনীর লোকজনের নিকট যায়, যাহাদিগকে জনতা আটকাইয়া রাখিয়াছে এবং যেন কিছু গুলি আনে, যাহাতে এদিকে ফায়ার করিয়া সঙ্গীগণকে উদ্ধার করা যায়। আমার ছেলে গিয়া তাহাদিগকে বলিল, "এখন মাত্র আমি এবং আমার বাবা জীবিত আছি। বাকী সকলে শহীদ হইয়া গিয়াছে।"

আলৌকিকভাবে

ইতিমধ্যে দুশমন আমাদের ঘরে ঢুকিয়া লুট করিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। আমি দূরে বসিয়া আমার সব আসবাবপত্র দগ্ধ হইতে দেখিতেছিলাম। কিন্তু আমার হৃদয়ে পূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করিতেছিল যে, এ সব কিছু সেই জালীল এবং কাদীর খোদার পথে লুটিতে ও জ্বলিতেছিল, যাঁহার ওয়াদা সত্য, যাঁহার মসীহকে আমি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল এবং পয়গম্বর (সাঃ)-এর বিশেষ আদেশ পালনে গ্রহণ করিয়াছি। আমি তাঁহার দরবারে প্রফুল্লচিত্ত থাকিব। এই ঘর এবং আসবাব পত্র নশ্বর। অন্তরে যদি কোন চিন্তা ছিল, তাহা সঙ্গীদের জন্য। নাজানি মোহাম্মদী আলোর এই সকল পতঙ্গের কি অবস্থা ঘটিল। বেশী দুঃখ এই ছিল যে, তাহারা আহমদী ছিল না, কিন্তু আত্মীয়তার রক্তের টানে তাহারা আমাদের জন্য জীবন দিতে বুক পাতিয়া দিয়াছিল। তাই আমার অন্তর হইতে রহিয়া রহিয়া এই দোওয়া নির্গত হইতেছিল, "হে মৌলা! তাহাদের মাতাগনের হৃদয়কে ঠাণ্ডা রাখিও, তাহাদিগের ভগ্নীগণের জৌলুস কায়েম রাখিও।" আমি এই দোওয়া করিতেছিলাম, এমন সময়ে আমার ছেলে এজাজ আহমদ তাহার মা এবং ভগ্নীগনকে লইয়া আমার নিকট পৌছিল। আমার চাষীগণ আমার দুই নাতিকে কোলে করিয়া আনিয়াছিল। তাহারা আমার নিকটে আসিয়াই খোদার পথে জান ও মাল কুরবানী দেওয়ার জন্য মোবারকবাদ দিয়া বার বার আমাকে জড়াইয়া ধরিতেছিল। আমার ভাইয়ের স্ত্রী, যিনি আমার ছেলে মেয়েদের সহিত চলিয়া আসিয়াছিলেন, আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহাতে আমার ছেলে-মেয়েরা বলিয়া উঠিল, "চাচী! ইহা কাঁদিবার সময় নহে। তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় যে, নিজ মৌলার পথে সকল কিছু লুটাইয়া দিবার এবং কুরবানী করিবার সৌভাগ্য দিয়াছেন।

জীবনের সর্বাপেক্ষা কষ্টকর সফর

আমরা জীবনের নূতন বিপজ্জনক এবং অজানা সফরে রওয়ানা হইলাম। আমার ভাইয়ের স্ত্রীও আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য জীদ ধরিলেন। আমি অনেক বুঝাইলাম যে, সারা এলাকা এখন আমাদের জন্য দুশমন। সকলে আমাদের রক্তপিয়াসী। কোথায় এবং কখন প্রভাত হইবে এবং কি হইবে

তাহার ঠিকানা নাই। আপনি কেন নিজের জীবনকে বিপন্ন করিবেন। তিনি কথা মানিলেন না। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "আপনারা চলিয়া গেলে এখানে জীবনের কি মূল্য থাকিবে?" তদনুযায়ী তিনি এবং তাঁহার ছেলেরা সফরে আমাদের সঙ্গী হইলেন। আমরা চলিতে উদ্যত। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, এমতিয়াজ ও অন্যান্য সকলে নিরাপদে জীবিত চলিয়া আসিয়াছে। ইহা শ্রবণে আমার সকল দুঃখ ঘুচিয়া গেল। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া গেল যে, আমাদের কাদের এবং সর্বশক্তিমান খোদা তাহাদিগকে জ্বলন্ত আগুন হইতে সহি সালামতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আমরা সকলে অবিলম্বে সেজদায়ে শোক্র আদায় করিলাম। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র নেসার আহমদ খানও সংগ্রামে আমাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য! খোদার কাজায় রাজি আমার ভাইয়ের স্ত্রী। তিনি একবারও এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, নিসার আহমদ খানও জীবিত ফিরিয়া আসিয়াছে কি? আমরা সকলে এক যোগে আল্লাহ্তায়ালার আস্তানায় সিজদায়ে শোকরে মস্তক নত করিয়া দিলাম। আমি মনে করিলাম, আমার ভাইয়ের স্ত্রী এবার ফিরিয়া যাইবেন, কারণ এখন তাহার নয়নমণি ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে অবিচল রহিলেন এবং বলিলেন, "আমার এখন আর কোন জিনিষের প্রয়োজন নাই। যদি তোমার জন্য আমার সব কিছু কুরবান হইয়া যাইত, তাহা হইলে আমি খুশী হইতাম। আমরা আল্লাহ জাল্লাশানুহুর নাম লইয়া এমন এক সফরে বাহির হইয়া পড়িলাম, যাহার আকার প্রকার আমাদের কিছুও জানা ছিল না। কিছু দূর যাইয়া স্থির করিলাম যে, সর্বপ্রথম আমার ভগ্নির বাড়ি যাওয়া যাউক। তাহার পুত্র (যে কেবল তাহার নহে আমাদের সকলেরই আদরের ধন ছিল) সংগ্রামে শহীদ হইয়া গিয়াছিল। (অসমাপ্ত)

[সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান) হইতে অনুদিত]

—মোঃ মোহাম্মাদ, আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া

পাকিস্তানে দাঙ্গাকালীন ছয় সপ্তাহে সাড়ে চার হাজার বয়াত গ্রহণ

বিগত বৎসরের জুন-জুলাই মাসে পাকিস্তানে সংঘটিত আহমদী বিরোধী বর্বরচিত দাঙ্গা হাঙ্গামাকালীন ছয় সপ্তাহের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহে সাড়ে চার হাজার লোক বয়াত গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন এবং তখন হইতেই বয়াতের সংখ্যা ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। উল্লেখযোগ্য যে, রবওয়ার সাম্প্রতিক সালানা জলসার পরেও পনের হাজারেরও বেশী লোক বয়াত গ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ, পুণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

জম্মু ও কাশ্মীর এসেম্বলীর স্পীকারের কাদিয়ান যিয়ারত

কাদিয়ান, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, জম্মু ও কাশ্মীর এসেম্বলীর স্পীকার, জনাব খাজা আব্দুল গণি গুণী, তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুস্পুত্র-সহ তাঁহার এক হিন্দু বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে জম্মু হইতে কদিয়ান আগমণ করেন। আহ্মদীয়া মেহ্মান-খানায় তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বেহেস্তী মকবেরাহ, দারুল মসীহ (হযরত মসীহ মওউদ আঃ-এর বাসভবন), মসজিদে মোবারক, মসজিদে আকসা ও মিনারুতুল মসীহ দেখেন এবং মাদ্রাসা আহ-মদীয়া ও তালিমুল ইসলাম হাইস্কুল পরিদর্শন কালে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রীত হন এবং তাহাদের পিতা-মাতারা তাহাদের সন্তানদিগকে যে, বাল্যকালেই ধর্মীয় পবিত্র পরিবেশের মধ্যে তাহাদের শিক্ষা এবং তরবিয়ত দাওয়ার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি অভিভূত হন এবং প্রশংসা করেন।

তিনি জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, উহার বুনিয়াদী আকিদা সমূহ, উহার জন্য আহমদীদের মালী ও জানী কুরবানী, উহার বিশ্ব ব্যাপী তবলীগ, সংগঠন ও সাফল্যজনক প্রচেষ্টা, পাকিস্তানে সাম্প্রতিক আহমদী বিরোধী দাঙ্গাতে জামাতে আহমদী-য়ার সবর ও এস্তেকামত এবং রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় বিপুল সংখ্যক লোকের বয়াত গ্রহণের ঘটনাবলী অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শুনেন।

এতদ্ব্যতীত, মাননীয় স্পীকার খাজা সাহেব হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাহাবী হযরত মৌলানা আব্দুর রহমান সাহেব (নাযেরে আ'লা ও স্থানীয়

আমীরে জামাত)-এর নিকট হুজুরে আকদাস (আঃ)-এর সময়ের কতিপয় ঈমান বর্দ্ধক ঘটনাবলীও শ্রবন করেন। কেন্দ্রীয় সংগঠন সমন্বিত সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দপ্তর সমূহ এবং বিশেষতঃ প্রচার ও প্রকাশণা (মাশর ও ইশায়াত) বিভাগের শো রুম (তবলীগ সম্পর্কীয় দস্তাবেজ দ্বারা সজ্জিত প্রদর্শনী কক্ষ) পরিদর্শন করেন। আহমদীয়াতের আদি কেন্দ্র কাদিয়ানে আসার সুযোগ লাভে তিনি অত্যন্ত কৃতার্থ ও পরিতৃপ্ত হন। তিনি কোরআন মজীদ (ইংরেজী তরজমা) ও তফসীরে সগীর এবং জামাতের অন্যান্য লিটারেচার অত্যন্ত আনন্দ সহকারে গ্রহণ করেন এবং ভবিষ্যতেও কাদিয়ানে আসার ওয়াদা করেন। অতঃপর তিনি অমৃতশহর গমণ করেন।

আহমদীয়াতের মরকজ কাদিয়ানে বসবাসকারী তাঁহার মাতৃভূমি জম্মু ও কাশ্মীরের এবং বিশেষতঃ তাঁহার নিজের শহর ভাদরাওয়ার আহমদী বন্ধু এবং ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়াও তিনি আনিন্দত হন।

[সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান (ভারত) হইতে সংগ্রহীত।]

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর
একটি ভবিষ্যদ্বাণী

"স্মরণ রাখিও, খোদাতায়ালা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয় জানিও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে, সেইরূপ ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ারও বিভিন্ন এলাকায় আসিবে। ইহার সহিত আকাশ ও পৃথিবীর আরো বহুবিধ বিপদ গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইবে, যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্যোতিষ ও দর্শনের পুস্তকে উহার খোঁজ মিলিবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দিবে যে, পৃথিবীতে এ কি হইতে চলিল? শুধু ভূমিকম্পই নয় বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে, কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ইহা এই জন্য হইবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত; পরন্তু আমার আগমনের সঙ্গে খোদাতায়ালার ক্রোধের গোপন ইচ্ছা, যাহা বহু দিন যাবৎ লুক্কায়িত ছিল, তাহা প্রকাশ হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন:

"কোন সাবধানকারী প্রেরণ না করিয়া আমরা কখনো শাস্তি অবতীর্ণ করি না।" (কোরআন শরীফ)।

অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকিবে এবং যাহারা বিপদ আসিবার পূর্বেই ভীত হয়, তাহাদের প্রতি করুণ প্রদর্শিত হইবে।"

(হকীকাতুল-ওহী, ২৫৬—২৫৮ পৃঃ ১৯০৬ খৃঃ)

হিমাচল অঞ্চলে ভূমিকম্প

হিমালয় কি এবার সবর হয়ে উঠেছে?

সম্প্রতি পাকিস্তানের লত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভয়াবহ ভূকম্পনের প্রথম সংবাদটি যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন কেউ কেউ ধরে নিয়েছিলেন হয়ত এটা কোন তাৎক্ষণিক ঘটনা। বিচ্ছিন্ন নৈসর্গিক ব্যাপার। কিন্তু তার কয়েকদিন পর গত ১৯ জানুয়ারী ভারত তিব্বত সীমান্তে হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলা এবং তার কাছাকাছি কয়েকটি এলাকায় ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখে ভূবিজ্ঞানী মাত্রই এখন বিচলিত। বিশেষ করে সেই সব ভূ-বিজ্ঞানী, যারা দীর্ঘকাল হিমালয় পর্বতমালায় ভূ-প্রকৃতি নিয়ে বিষদ গবেষণা করে চলেছেন। এবারকার এই ঘটনাকে তাঁরা মোটেই আর বিচ্ছিন্ন এবং তাৎক্ষণিক ব্যাপার বলে মনে করতে পারছেন না। পারছেন না দুটি কারণে। এক হিমালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পনের নজির এই প্রথম। দুই, যদি এই ভূকম্পন বিশেষ একটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকত, সে ক্ষেত্রে হয়ত ব্যাপারটাকে খানিকটা লঘুকরে দেখা চলত। কিন্তু তেমন কিছু ঘটে নি। প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। পাকিস্তানে। আর কয়েকদিন বিরতির পর ভারতের উত্তরে হিমাচলে! দুটি ঘটনার মধ্যেই যথেষ্ট মিল। অতর্কিতে পাহাড় কেঁপে উঠেছে। মুহূর্তে গগনচুম্বী পাথরের স্তপে ফাটল গড়ে উঠেছে। অবশেষে সেই সব পাটল থেকে বিচ্ছিন্ন পাথরের স্তূপ প্রচণ্ড গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর। এ সব দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পাকিস্তানে যা ঘটেছে এবং ভারতে যা ঘটল—দুটিই অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। তাদের মন্তব্য দীর্ঘ অচঞ্চলতার পর হিমালয়ের গভীরতম অবস্থানের প্রস্তরীভূত অঞ্চল হয়ত এবার তার ভার সাম্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। এবং সত্যিই তেমন যদি ঘটে, এখানেই তার শেষ নয়। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বৃহত্তম এই পর্বতমালার অন্যান্য অঞ্চলও যদি অস্থির হয়ে ওঠে, তাতে কেউ হয়ত আশ্চর্য হবে না!

বলা বাহুল্য এ পর্যন্ত দু রকম নৈসর্গিক দুর্ঘটনাকেই মানুষ বড় বলে জেনে এসেছে। এক ঝড়, দুই ভূমিকম্প। আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কল্যাণে ঝড়ের হাত থেকে কিছুটা পরিত্রাণের উপায় বের করা সম্ভব হলেও, ভূ-কম্পন এখনও পর্যন্ত বড় রকমের মহামারী হিসেবেই থেকে গেছে।.....

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশেষ বিশেষ ভূকম্পনের জন্যে ঠিক কতটা শাস্তির প্রয়োজন, তার সঠিক হিসেব এখনও পর্যন্ত বের করা সম্ভব হয় নি। তবে ১৯৩৫ সালে

মোটামুটি একটি পরিমাপক-একক বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই এককে, যে ভূকম্পনের মাত্রা ২'৫ ধরে নেওয়া হয়, সে ধরণের ভূকম্পন কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষের পক্ষে অনুভব করা সম্ভব। ৪'৫ এককের কম্পন স্থানীয় অঞ্চলে যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি ঘটাতে পারে। তবে ৬ এবং তার ওপরের মানের কম্পনের ধ্বংস ক্ষমতা অনেক বেশী।

পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ১৯০৪ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে ৭'৭। থেকে ৮'৬ মানের বড় রকমের ভূকম্পনের ঘটনা ধরা পড়েছিল মোট ২টি। মাঝারি বড় রকমের ঘটনা ঘটে মোট ১২টি। যাদের মাত্রা ছিল ৭ থেকে ৭'৭। এ ছাড়া ৬ থেকে ৭মাত্রার ভূকম্পনের ঘটনা ঘটে ১০৮টি, ৫ থেকে ৬ মাত্রার ৮০০টি ৪থেকে ৫ মাত্রার ৬২০০টি, ৩ থেকে ৪মাত্রার ৪৯০০০। এবং ২'৫থেকে ৩ মাত্রার ১০০০০। অভিজ্ঞ মহলের মতে ওই সময়ে ছোটখাটো ভূকম্পন ঘটেছিল প্রায় ১৫০০০০ বার।

একটি হিসেবে বলা হয়েছে ৫ মাত্রার ভূকম্পনের জন্যে যতটা শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তি ১৬ জুলাই, ১৯৪৫ নিউমেকসিকোতে যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছিল সেই বোমার শক্তির প্রায় সমান। আর ৮'৬ মাত্রার ভূকম্পনের সময় পৃথিবীর ভূস্তর যে পরিমাণ শক্তি কাজে লাগায় তার পরিমণ নিউ মেকসিকোর সেই বোমার মত তিরিশ লক্ষ বোমার সমান। এ থেকেই বোঝা যায় বড় রকমের একটি ভূকম্পনের জন্যে কী প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তির দরকার হয়। উল্লেখ্য, প্রশান্ত মহাসাগরের যে সব অঞ্চল ভূমিকম্পের ব্যাপারে খুব বেশি সক্রিয় সেই সব অঞ্চল বছরে পৃথিবীর মোট ভূমি-কম্পের শতকরা ৮০ ভাগ শক্তি খরচ করে। এবং পৃথিবীর মোট ভূকম্পনের শতকরা পনের ভাগ শক্তি বার্মা থেকে শুরু করে হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে বেলুচিস্তান এবং ইরান হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপের আলপস পর্বতমালার দিকে পরিবাহিত হয়ে থাকে।

তবে এ সবই তত্ত্ব কথা। আসল কথা এই, হিমালয় পর্বতমালা জুড়ে যে ধরনের ভূকম্পনের ঘটনা ঘটে গেল, কেউ এখন তাকে আর লঘু করে দেখতে পারেন না। ভাগ্য ভাল, ওই সব জায়গায় এখনও পর্যন্ত ঘন-বসতি বা কলকারখানা বসেনি। ফলে ক্ষতির মাত্রা কমই হয়েছে।

(সাপ্তাহিক দেশ, কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ হইতে উদ্ধৃত)

খুলনা বিভাগীয় মজলিস খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ইজ্‌তেমা সুসম্পন্ন

আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃপায় খুলনা বিভাগের মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দুই দিন ব্যাপি বার্ষিক ইজতেমা সুন্দরবন "দারুস সালাম" মসজিদে ১৮ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ সাল রোজ মঙ্গলবার ও বুধবার অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারী রোজ মঙ্গলবার ভোর ৪-৩০ মিনিটে বাজামায়াত তাহাজ্জুদ নামায বাদ ইজতেমার কার্য শুরু হয়। স্থানীয় সুন্দরবন মজলিশ হইতে ২০০জন খোদ্দাম ও আৎফাল অংশ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক আনছারুল্লাহ সাহেবানও অংশ গ্রহণ করেন।

ঢাকা হইবে মোহতারম আমীর সাহেবের সঙ্গে বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অর্থ সম্পাদক জনাব মৌঃ সামছুর রহমান সাহেবও উক্ত ইজতেমায় যোগদান করেন!

দুইদিন ব্যাপী কার্য সূচীর মধ্যে খোদ্দাম ও আৎফালের ধর্ম্মীয় জ্ঞানের পরীক্ষা, বিশিষ্ট বক্তার বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, ভলিবল প্রতিযোগিতা, কাছি টানা টানি। আৎফালের চেয়ার ও বিস্কুট দৌড় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় মোহতারম আমীর সাহেব খোদ্দামের আহাদ নামার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মূল্যবান নাছিহত করেন। এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান, মাল ও সময়ের বেশী বেশী কোরবাণী পেশ করার জন্য তাহাদের নিকট উদ্বাত্ত আহ্বান জানান। তরবিয়তী এবং সমাপ্তি ভাষণেও তিনি এতায়াত, শৃঙ্খলা, বিশ্বশান্তির পথে আহমদীয়াতের অবদান সম্পর্কে বিশেষ তথ্য ও তত্বপূর্ণ ভাষন দান করেন।

ইহা ছাড়া ইজতেমার কর্মসূচীর মধ্যে মৌঃ সামছুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, সুন্দরবন আঃ আঃ, মৌঃ শেখ জনাব আলী, ভইস প্রেসিডেন্ট, কওসার আলী মোল্লা সাহেব, মোয়াল্লেম সাহেব, আব্দুস সামাদ, স্থানীয় কায়েদ সাহেব প্রমুখ জ্ঞান ও তরবিয়ত মূলক বক্তৃতান দান করেন।

ইজতেমায় অংশ গ্রহণকারীদিগের জন্য আহারাদীর সুবন্দোবস্ত করা হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫-৩০মিনিটে মেহতরম আমীর সাহেব বিজয়ী প্রতিযেগীদিগকে সনদ পত্র বিতরণ করেন।

বিশেষ ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংবাদদাতা ঃ মোঃ আবু কাওছার

চট্টগ্রাম লাজনা এমাউল্লাহ্‌র ৩য় সালনা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

১৬ই ফেব্রুয়ারী (৭৫) রোজ রবিবার এক দিনের জন্য আল্লাহতায়ালার ফজলে চট্টগ্রাম লাজনা এমাউল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় ইজতেমার কাজ আরম্ভ হয়। কোরআন তেলাওয়াত, আদাস নামা, সভানেত্রীর ভাষণ ও দোয়ার পর ধর্মীয় জ্ঞান ও বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে পরস্কার বিতানের পর ইজতেমা দোয়ার সহিত সমাপ্ত হয়।

সংবাদ দাতা ঃ মিসেস আমাতুল কইয়ুম

অনুষ্ঠান সূচী

৫২তম সালানা জলসা

বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া

স্থান ঃ— ৪নং বকশী বাজার রোড

ঢাকা—১

তারিখ : ১৪ ১৫ ও ১৬ইং মার্চ, ১৯৭৫ইং,

রোজ : শুক্র, শনি, ও রবিবার

প্রথম অধিবেশন

শুক্রবার : ১৪ই মার্চ, ১৯৭৫

সময় : বিকাল ২৩০ মিঃ হইতে ৭টা পর্যন্ত

সভাপতি :—মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

১। কোরআন তেলাওয়াত (সুরা শামস)ঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী ৫মিঃ

২। নযম (দুররে সমীন হইতে) ঃ বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব ৫ মিঃ

৩। উদ্বোধনী ভাষণ ও হযরত আমীরুল মুমেনীন (আইঃ)-এর বাণী এবং দোয়া :—
মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া ২০ মিঃ

৪। মানব জীবনে আল্লাহ তায়ালার প্রয়োজন ঃ আল-হাজ্জ মৌলানা শরীফ আহমদ আমিনী সাহেব, মোবাল্লেগ, জামাতে আহমদীয়া, বোম্বাই ৫০ মিঃ

৫। ঈমান ও আমলে সালেহ ঃ জনাব গোলাম আহমদ খাঁন সাহেব ৪০ মিঃ

৬। ইনসানে কামেল ঃ জনাব শাহ মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব ৪০ মিঃ

৭। ওফাতে ঈসা (আঃ) ঃ জনাব মকবুল আহমদ খাঁন সাহেব ৪০ মিঃ

৮। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ ঃ মৌঃ সৈয়দ এজায আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী, ৪০মিঃ

৯। আহমদীয়াত ইসলামেরই আরএক নাম ঃ জনাব সালাহ উদ্দীন খোন্দকার ৪০মিঃ

দ্বিতীয় অধিবেশন

শনিবার, ১৫ই মার্চ, ১৯৭৫ ইং

সময় ঃ ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত

[কেবল মহিলাদের জন্য]

তৃতীয় অধিবেশন

শনিবার, বিকাল ২-৩০মিঃ হইতে ৭-১৫মিঃ

সভাপতি ঃ জনাব মকবুল আহমদ খাঁন সাহেব, আমীর, ঢাকা আঃ আ ঃ

১। কোরআন তেলাওয়াত ঃ জনাব মৌঃ সৈয়দ আলী গাজী (সূরা বুরুজ) ৫ মিঃ

২। নযম (দুররে সমীন হইতে) ঃ মৌঃ সলিমুল্লাহ সাহেব ৫ মিঃ

৩। আল্লাহ্‌তায়ালাকে পাওয়ার পথ ঃ আলহাজ্ব ডাঃ আব্দুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব, নায়েব আমীর, বাঃ আঃ আঃ ৪০ মিঃ

৪। মোকামে মোহাম্মদীয়াত ঃ জনাব ওবায়দুর রহমান সাহেব ৪০ মিঃ

৫। তরবীয়তে আওলাদ ঃ আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, ৪০ মিঃ

৬। হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক ঃ জনাব এস, এ, নিযামী সাহেব ৪০ মিঃ

৭। যিকরে হাবীব (আঃ): জনাব বদীউয যামান ভূঞা সাহেব ৩৫ মিঃ

৮। আহমদীয়াতের শত বার্ষিকী প্রোগ্রাম ঃ জনাব আলী কাসেম খাঁন চৌধুরী সাহেব, ৩৫ মিঃ

৯। এ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ঃ আল-হাজ মৌলানা শরীফ আহমদ আমিনী সাহেব, মোবাল্লেগ, জামাতে আহমদীয়া, বোম্বাই ৪৫ মিঃ

চতুর্থ অধিবেশন

রবিবার, ১৬ই মার্চ, ১৯৭৫

সময় ঃ সকাল ৮টা হইতে ১১-৩০ মিঃ পর্যন্ত

সভাপতি :—আলহাজ ডাঃ আবদুস সামাদ খাঁন চৌধুরী, নায়েব আমীর, বাঃ আঃ আঃ

১। কোরআন তেলাওয়াত (সুরা সাফ) ঃ হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব ৫ মিঃ

২। নযম (নও নেহালানে জামাত ছে খেতাব) : জনাব আবদুল ওয়াহীদ সাহেব ৫ মিঃ

৩। আহমদী যুব আদর্শ ঃ জনাব বি, এ, এম, আবদুস সাত্তার সাহেব ৪০ মিঃ

৪। ইসলামে নারীর মর্যাদা : জনাব মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার সাহেব, ৪০ মিঃ

৫। বর্তমান খলিফা ও আল্লাহতায়ালার সাহায্য ঃ মৌঃ মোসলেহ উদ্দীন সাহেব ৩৫ মিঃ

৬। বিশ্ব জোড়া আযাব ও উদ্ধারের উপায় ঃ জনাব আমীর হুসেন সাহেব ৪০মিঃ

৭। ইলাহী খেলাফত ঃ জানাব মৌঃ মতিয়ুর রহমান সাহেব ৪০ মিঃ

পঞ্চম অধিবেশন

রবিবার, বিকাল ৩টা হইতে ৭—৩০ মিঃ পর্যন্ত

সভাপতি : মোহতারম সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব, নাযের, দাওয়াত ও তবলীগ, কাদিয়ান

১। কোরআন তেলাওয়াত : (সুরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত) মৌঃ মাহবুবুর রহমান সাহেব, ৫মিঃ

নযম : (যীক্‌রে খোদা পে যোর দে) : জনাব বি, এ, এম, আব্দুস সাত্তার সাহেব ৫মিঃ

৩। যীক্‌রে ইলাহী : মৌঃ এ. কে. এম. মহিবুল্লাহ সাহেব, সদর মুরুব্বী ৩৫ মিঃ

৪। ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম : মহতারম সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব, নাযের, দাওয়াত ও তবলীগ, কাদিয়ান ৫৫ মিঃ

৫। মোজেযাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) : মৌঃ সলিমুল্লাহ সঃ সদর মোয়াল্লেম ৪০মিঃ

৬। হযরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রাঃ) : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী ৪৫মিঃ

৭। কোরআন করীমের ফযিলত : মোহতারম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ৪৫ মিঃ

৮। সমাপ্তি ভাষণ ও দোওয়া : ৩০ মিঃ

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফ'তুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ৯৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষেসাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন। নিক

(৪) নিম্নলিখিত দোয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতুব ইলাইহি —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন —দৈনিক কমপক্ষে ৯৯ বার

(ঘ) আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহফজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫৩তম বার্ষিক সম্মেলন

স্থান ঃ— মসজিদ মোবারক প্রাঙ্গন

আহ্‌মদীপাড়া

তারিখ--৬ই ও ৭ই চৈত্র, ১৩৮১ বাঃ

মোতবেক— ২০শে ও ২১শে মার্চ, ১৯৭৫ ইং

উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদগণ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ও মাহাত্ম্য ইত্যাদি অনেক বিষয়ে জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা করিবেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি কামনা করি।

নিবেদক—

এনায়েত উল্লাহ সিকদার

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি,

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমন আহমদীয়া

ইনডেন্টিং জগতে একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নাম

এস, এ, নিজামী এণ্ড কোম্পানী

১০৭৯, ধনিয়লা পড়া, ঢকা ট্রাঙ্ক রেড, চট্টগ্রম

ফোন ৮৬৫৩১

কেবল "নিজামকো"

ভাল মিষ্টির একমত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

ফোন— ৮৬৪৯৭

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে, পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.